ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের একটি অন্যতম উৎস হলো গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) বা সবুজ জলবায়ু তহবিল। এই তহবিল ঐতিহাসিক প্যারিস চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করে। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ যেসব আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা কার্যক্রম পরিচালনা করে জিসিএফ তার মধ্যে অন্যতম। উন্নত দেশ কর্তৃক প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি স্বেচ্ছামূলক হওয়ায় অপর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ এবং বাংলাদেশসহ ঝুঁকিতে থাকা দেশসমূহের জন্য জলবায়ু তহবিল পাওয়া অনিশ্চিত। উন্নয়নশীল দেশের জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ২০৩০ পর্যন্ত বছরে ১,৩০০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন এবং জিসিএফ জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহে অর্থ সরবরাহের একটি অন্যতম মাধ্যম। জাতীয় প্রতিষ্ঠানসহ জলবায়ু তহবিল নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি, প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া ও অর্থ ছাড় নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ রয়েছে। জিসিএফ সেকেন্ড পারফরম্যান্স রিভিউ-২০২৩ অনুসারে, জিসিএফ তহবিলে অভিগম্যতা পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। বিভিন্ন প্রতিবেদনে তহবিলটির স্বীকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ আলোচিত হলেও এর কার্যক্রমে সুশাসন বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল এবং অর্থায়ন নিয়ে টিআইবি'র ধারাবাহিক গবেষণা ও জিসিএফ সংক্রান্ত অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশের জিসিএফে অভিগম্যতা বিষয়ে সার্বিক সুশাসনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- জিসিএফ তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিগম্যতা প্রক্রিয়ায় সুশাসন পর্যালোচনা করা। এছাড়াও গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে-

- জিসিএফ তহবিলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অর্থায়নের নীতিকাঠামো বিশ্লেষণ করা;
- জিসিএফ তহবিল প্রাপ্তির চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, প্রতিষ্ঠান জরিপ, জিসিএফ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো -

- **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (২৩ জন)** - এনডিএ, ডিএই-ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান, সম্ভাব্য ডিএই-ন্যাশনাল এবং বাস্তবায়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি; 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক' ও আদিবাসী উপদেষ্টা গ্রুপ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধি; সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি
- **প্রতিষ্ঠান জরিপ** - প্রত্যক্ষ তথ্য: ১২৯টি দেশে জিসিএফ স্বীকৃত ১২১টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জরিপের প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হলেও ১৫টি প্রতিষ্ঠানের জরিপে অংশগ্রহণ; প্রাপ্ত নমুনার সংখ্যা স্বল্প হওয়ায় বিশ্লেষণের জন্য বিবেচনা করা হয়নি
- **জিসিএফ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংকলন** - পরোক্ষ তথ্য: জিসিএফ ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ (১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)

- **বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা** - জিসিএফ নথি ও প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও সংশ্লিষ্ট নথি, জিসিএফসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ইত্যাদি

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

জানুয়ারি ২০২৩ - মে ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা: তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্য যাচাইসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

এই গবেষণায় সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সঙ্গতি, শুদ্ধাচার ও অংশগ্রহণ) আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়গুলো হলো- অগ্রাধিকার, অভিগম্যতা, অর্থছাড় ও পরিবীক্ষণ। নীচের সারণিতে একনজরে বিশ্লেষণ কাঠামোটি উপস্থাপন করা হলো।

জিসিএফ তহবিলের বিভিন্ন পর্যায়	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র	সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে বিশ্লেষণ-
অগ্রাধিকার	অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে বরাদ্দ; 'কান্ট্রি ওনারশিপ' নিশ্চিত; বেসরকারি খাতে বরাদ্দ; সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থায়ন বৃদ্ধি; স্বীকৃতি প্রদান ও প্রকল্প পরিকল্পনায় অংশীজনের সম্পৃক্ততা; স্বীকৃতি এবং প্রকল্পে অগ্রাধিকার প্রদানে সঙ্গতি ও সমন্বয়; অভিযোজনকে অগ্রাধিকার	▪ **সক্ষমতা** ▪ **স্বচ্ছতা** ▪ **জবাবদিহি** ▪ **সঙ্গতি** ▪ **শুদ্ধাচার** ▪ **অংশগ্রহণ**
অভিগম্যতা	জিসিএফ স্বীকৃতি প্রক্রিয়া; স্বীকৃতির চ্যালেঞ্জ; প্রকল্প অনুমোদন; অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; সহ-অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ; প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রকল্প প্রাপ্তি; 'সিঙ্গেল কান্ট্রি' বা 'একক দেশ' প্রকল্প প্রাপ্তি; জিসিএফ কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ	
অর্থছাড়	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ বরাদ্দ; অর্থায়নে ঋণ; সহ-অর্থায়ন; অর্থছাড়ে গৃহীত সময়	
পরিবীক্ষণ	স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ; প্রকল্প পর্যবেক্ষণ; অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া; ফলাফল এবং মূল্যায়ন	

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

জিসিএফের স্বীকৃতির প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ এবং এতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূল মানদণ্ড থাকায় তা বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণ করা দুরূহ। ফলে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা সরাসরি অভিগম্যতা প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এনডিএ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফ পর্যাপ্ত সহায়তা না করায় এনডিএ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এছাড়া, 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া জিসিএফের মূলনীতি হলেও তা অগ্রাহ্য করে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জিসিএফ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু অভিযোজন খাতে অগ্রাধিকার প্রদান না করে প্রশমনে অধিক অগ্রাধিকার প্রদান করছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রম অগ্রাধিকার পাচ্ছে না। অন্যদিকে, জিসিএফে তহবিল স্বল্পতা রয়েছে। উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থ সংগ্রহ করে তা ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে অনুঘটকের ভূমিকা পালনসহ কার্যকর কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণে জিসিএফের ঘাটতি বিদ্যমান। এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালন ও সমন্বয় সাধনেও জিসিএফের ঘাটতি রয়েছে।

জিসিএফের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নীতিমালায় অস্পষ্টতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতিসহ 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' বাস্তবায়নে দক্ষ পরিকল্পনার অভাবে দেশগুলো নিজেদের নেতৃত্বে তহবিল সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যকর অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। 'কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ' অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কথা থাকলেও জিসিএফ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশি প্রকল্প অনুমোদন করছে; বিশেষকরে 'মাল্টি-কান্ট্রি' প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন উন্নয়নশীল দেশের 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা।

একদিকে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানের জিসিএফে স্বীকৃতি ও অর্থায়ন ক্রমশ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনুদানের তুলনায় ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে; অন্যদিকে, সহ-অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করছে এবং শর্ত প্রদানের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করছে। জিসিএফ তার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে ক্রমেই একটি ঋণ প্রদানকারী সংস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। জিসিএফ অনুদানের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদানের ফলে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ওপর ঋণ পরিশোধের বোঝা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিসিএফ উন্নত দেশগুলো থেকে প্রতিশ্রুত তহবিল সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। জিসিএফ উন্নয়নশীল দেশগুলোর 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও অভিগম্যতা নিশ্চিত হচ্ছে না।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

জিসিএফ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য ১৪টি সুপারিশ -

১. জিসিএফে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সরাসরি অভিগম্যতা নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রক্রিয়াকে সহজ করতে হবে এবং জলবায়ু ঝুঁকিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশের অভিগম্যতা ত্বরান্বিত করতে ক্ষেত্রবিশেষে মানদণ্ডগুলো আরও সহজ ও স্পষ্ট করতে হবে। পাশাপাশি, সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জিসিএফের কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে স্বীকৃতি প্রদান, প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থছাড় প্রক্রিয়ার সময়সীমা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং উভয় পক্ষকে (জিসিএফ ও অভিগম্যতা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান) তা মেনে চলতে হবে।

৩. অভিযোজন ও প্রশমন খাতে ৫০ঃ৫০ অনুপাতে অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এই অনুপাত বজায় রাখার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে।

৪. সরাসরি অভিগম্যতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা এবং নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিতে জিসিএফ সচিবালয়কে আরও বেশি সক্রিয় হতে হবে এবং দক্ষ জনবল নিয়োগসহ আঞ্চলিক পর্যায়ে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. প্রকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তার জন্য জিসিএফ থেকে উদাহরণভিত্তিক নির্দেশিকা প্রস্তুত ও প্রদান করতে হবে।

৬. স্বীকৃতিসহ প্রকল্পের ধারণাপত্র প্রস্তুত এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এনডিএ'র সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. জিসিএফ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

৮. জিসিএফ অর্থায়নে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অভিযোজনকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং চাহিদা মাফিক তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার বন্ধে বৃহৎ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায্য ও ভারসম্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

১০. 'কান্ট্রি ঔনারশিপ'কে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সংজ্ঞায়িত করে জিসিএফ, এনডিএ, বেসরকারি খাত ও সকল অংশীজনের ভূমিকা সুস্পষ্ট করে নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং অংশীজনের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতে করতে হবে।

১১. 'কান্ট্রি ড্রিভেন অ্যাপ্রোচ' অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নসহ 'কান্ট্রি ঔনারশিপ' নিশ্চিতে জিসিএফকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

১২. স্বল্পোন্নত ক্যাটাগরি থেকে উন্নীত হওয়া/হতে যাওয়া জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য নতুন অগ্রাধিকার গ্রুপ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. জিসিএফে তহবিল বৃদ্ধি করতে উন্নত দেশের প্রতিশ্রুত অর্থ সংগ্রহ করে তা জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে সরবরাহে নিজেদের অনুঘটক হিসেবে রূপান্তরিত করতে কার্যকর পরিকল্পনা, কৌশল ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের সরকার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য ৮টি সুপারিশ --

১৪. কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এনডিএতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জিসিএফ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এনডিএতে জিসিএফ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী জনবল নিয়োগ দিতে হবে।

১৫. জিসিএফ থেকে সরাসরি অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকারি অনুদান ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৬. এনডিএ কর্তৃক দেশের জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনা বা কৌশলগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে মনোনয়ন দিতে হবে।

১৭. এনডিএ কর্তৃক সম্ভাব্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতির প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি করতে হবে এবং জিসিএফের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সহোযোগিতা প্রদান করতে হবে ।

১৮. এনডিএ, বেসরকারি খাত, 'সক্রিয় পর্যবেক্ষক' ও সকল অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে অধিক সংখ্যক প্রকল্প প্রস্তাবনা/ধারণাপত্র তৈরি (পাইপলাইন) ও তা জিসিএফে দাখিল করতে হবে ।

১৯. এনডিএ কর্তৃক মাঠপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য জিসিএফ মানদণ্ড অনুসরণ করে নিজস্ব একটি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

২০. জিসিএফ হতে যথাসময়ে ও সহজে স্বীকৃতি, অনুদানভিত্তিক প্রকল্প অনুমোদন ও অর্থছাড় বিশেষকরে অভিযোজন অর্থায়ন নিশ্চিতে দর কষাকষির দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

২১. জিসিএফ প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' এর নীতি অনুসরণ করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত সবুজ জলবায়ু তহবিলে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশের অভিগম্যতা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org